ভিডিও তে দেখছেন ডেভিড হেপবার্ন,
ঈউনেস্কোর সাধারন অধিবেসনের প্রেসিডেন্ট (২০০৯ – ২০১১)

শ্রীযুক্ত হেপবার্নের মূল বক্তব্য:
বিশ্ব শান্তি দৌড়ের ২৫তম জয়ন্তি এবং তাঁর ২০১২ - ২০২২ দশক আর একক পৃথিবীর দর্শন

প্রিয় বন্ধুগন,

বিশ্ব শান্তি দৌড় এবং তার সঙ্গে জড়িত শান্তি সংস্কৃতির ২৫তম জয়ন্তি এসে গেল। এই উপলক্ষে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আগামী দশকে এবং পরবর্তী কালে জগতের মহান উন্নতি এবং হৃদয়গ্রাহী পরিবর্তন হবে – বিশ্ববাসিরা অধির আগ্রহে তারই অপেক্ষা করছেন – এটাই আমার বিশ্বাস।

একটি সত্যিকারের একক-জগত গড়ে তোলার কাজে আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার খুবই প্রয়োজন। বর্তমান উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গুলোর মধ্যে বিশ্ব-শান্তি দৌড় অসাধারন ও সুদূর-প্রসারী। এই দৌড় স্থাপনা করেন শ্রী চিন্ময় ১৯৮৭ সালে। শ্রী চিন্ময়ের দেহত্যাগের পরেও এই অনুষ্ঠানটি প্রসারিত হয়ে জাতি-সঙ্ঘ এবং ঈউনেস্কোর আদর্শগুলোর উৎকর্ষ করছে।

আমি বিশ্ব-শান্তি দৌড়ের কয়েকটি কর্মসূচির পরিচয় দিতে চাই। আমার বিশ্বাস আগামী দিনে এই কাজ আরো পুষ্ট ও প্রসারিত হবে।

১। ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট’ দর্শন

বিগত কয়েক বছরে বিশ্ব-শান্তি দৌড় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট অথবা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান দর্শন করেছে। দৌড়বিদ এবং অন্যান্য প্রতিযোগিরা সাধারন মানুষকে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য কে শ্রদ্ধা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

২। সঙ্গীতানুষ্ঠান

শ্রী চিন্ময়ের রচিত বিশ্ব-শান্তি দৌড়ের সরল ও অসাধারন ভাব-সংগীত নানান দেশে, নানান ভাষায় পরিবেশিত করা হয়েছে। বহু ভাষায় সংগীত পরিবেশন আনন্দ বর্ধনকারী, একতা গঠনের সহায়ক ও অসাধারন প্রতিভা সমূহের মিলন-কেন্দ্র।

৩। কাব্য ও শিল্পের সৃষ্টি ও প্রদর্শনী

বিশ্ব একতার ভাব বহনকারী শিল্প ও কাব্যের প্রদর্শনী বহু মানুষকে একত্রিত করে তাদের এষণা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছে।

৪। বিভিন্নতার মধ্যে একতার মূল্য

বিভিন্নতাকে মর্যাদা দেবার গুন আমাদের শক্তিশালী করে। শান্তি প্রতিষ্ঠা মনোভাব নিয়ে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান প্রদান মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর করে।

৫। বিভিন্নধর্ম বিশ্বাসকে সমর্থন ও সম্মান প্রদান

সভ্য সমাজে দরকার ধর্ম নিরপক্ষেতা। বিশ্ব শান্তি দৌড়, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সমাদৃত একতার মশাল হস্তান্তর, নির্মল-ভালোবাসা, প্রেম ও শ্রদ্ধা বিনিময়ের এক অনন্য মাধ্যম। মন্দির, গীর্জা, মসজিদ, সিনাগগ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যের প্রচার বিশ্ব-শান্তির সহায়ক।

৬। রোল মডেল দের সম্মান প্রদান

মশাল বহনকারী দের পুরস্কার দানের অনুষ্ঠানটি প্রশংসনীয়। এটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দান করে। শান্তি প্রতাষ্ঠায় উৎসাহী সব বয়সের অগ্রদূতরাই স্বীকৃতি ও সম্মানের আধার এবং দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী।

৭। নূতন সম্ভাবনার আবিষ্কার

এই কাজটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ন। শান্তিকামী মানুষ ও সমাজকে তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সুযোগ দিলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের সূত্র শক্তিশালী হয়। বিশ্ব মানবকে একতার বন্ধনে বাঁধা যায়। আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা একত্রিত চেষ্টায় তাদের মধ্যে নিহীত শ্রেষ্ট গুনগুলির এমন বাস্তব প্রকাশ ঘটাতে পারে যা আমাদের কল্পনার অতীত। এই সমবেত প্রচেষ্টা বিশ্বশান্তির প্রতি অগ্রসরের পথ সুগম করে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

পরিশেষে, হতাশ হওয়া চলবে না। এই কর্মকান্ডগুলো আমাদের যৌথ উদ্যোগকে পুনরাবৃত করে থাকে। আগামী দশক আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য, সংকল্পের দঢ়তা এবং গভীর আগ্রহের প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করবে।

ভবিষ্যতের পরিস্থিতি যতই অসহায়ক হোকনা কেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি এই দৌড় এবং এর প্রবর্তক শ্রী চিন্ময়ের দুটি বাণী হৃদয়ের অনুভুতি দিয়ে গ্রহন করতে। প্রথমে, কখনও সংকল্প ত্যাগ কোরনা; এবং দ্বিতীয় আরও বেশী করার দৃঢ় প্রচেষ্টা রাখো। শ্রী চিন্ময় বলেছেন, “শ্রেষ্ঠ পথ একটাই, এবং সেই পথ সব সময় তোমার সামনে উপস্থিত আছে এবং থাকবে।”

বিশ্ব শান্তি দৌড় এর ভাব-সংগীতঃ

দৌড়, দৌড়, দৌড়, দৌড়, দৌড়, দৌড়!
বিশ্ব-শান্তি দৌড়!
আমরা হচ্ছি কালকের সূর্যের
অভিন্ন, পূর্ণ ভোর।
শ্রী চিন্ময়

২৫’তম জয়ন্তি কেতন

বিশ্ব শান্তি দৌড় - শান্তি ও মৈত্রির উৎসব
১৯৮৭ সালে শ্রী চিন্ময় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

ফেব্রুয়ারি ২০১২